হিন্দু কালেজ এবং লাজ সাহেব

(সংবাদ প্রভাকর)

১১/১/১২৫৮

যাঁহারা বিবিধ বিদ্যাবিশারদ এবং বিখ্যাত অধ্যাপক, তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্র হওনের আনশ্যক করে। নীতিজ্ঞজনেরা নম্রতা বিষয়ে ফলবান বৃক্ষের সহিত বিদ্বান ব্যক্তির তুলনা করিয়াছেন, যে পণ্ডিত শীলতা, নম্রতা প্রভৃতি সমস্ত সদগুণের আভরণে ভূষিত আছেন বিচার মতে কেবল তাঁহার দিগ্যেই যথার্থ পণ্ডিত শব্দে বাচ্য করা যাইচে পারে, নচেৎ বিদ্যার সমুদ্র হইলেও তিনি বিচক্ষণ এবং সুশীল শব্দে কখনই উক্ত হইতে পারেন না।

আমারদিগের এ বিষয়ে লেখার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু কালেজের প্রধানাধ্যাপক অথচ অধ্যক্ষ মেং লাজ সাহেব কয়েকমাস হইল একবার একজন কৌচম্যানকে চাবুক মারিয়া শমনসম শমনদ্বারা পুলিসে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, যদিও সেবারে মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহার কোন দণ্ড করেন নাই, কিন্তু সহিসের নালিসে প্রতিবাদিরূপে শান্তিরক্ষকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াই তাঁহার পক্ষে কত লজ্জার বিষয় তাহা বিবেচিত করুন, দ্বিতীয়ত মাজিষ্ট্রেট মহাশয় তাঁহাকে যথোচিত মিষ্ট ভতসনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা মেং লাজের এই কার্য্য দেখিয়া লাজ পাইয়াছিলাম, কিন্তু লাজ তাহাতে লাজ প্রাপ্ত হয়েন নাই, নতুবা দ্বিতীয়বার কেন তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন? অর্থাৎ কয়েক দিবস হইল এই মহাত্মা বাবু হরিমোহন সেনের কৌচম্যানকে পুনর্বার চাবুক মারিয়াছিলেন, তদ্বিয়ে এমত জনরব যে ঐ কৌচম্যানও তৎকালে সাহেবের রাঙ্গামুখ দেখিয়া ভয় পায় নাই, উপযুক্তরূপে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সাহেব যেমন সপ করিয়া প্রহার করিলেন সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সপাৎ করিয়া সেলামি দাখিল করিয়াছিল, বাড়ার ভাগ আবার পুলিসে নালিস করে, তাহাতে কালেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাহেব পুলিসে গিয়া প্রহারের বিষয় বিচারপতির নিকট অস্বীকার করিলেন, কিন্তু সুবিচারক সে কথায় কেন বিশ্বাস করিবেন? প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সাহেবের একটাকা দণ্ড করিলেন। ইহাতে কি হইল, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন, ভদ্রলোকের পক্ষে ঐ দণ্ড যমদণ্ডের অপেক্ষাও গুরুদণ্ড।

লোকে কথায় কহে, যে বাটীর কর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করেন, সে বাটীর পরিজনেরা লম্ফঝম্ফ দ্বারা পাক দিয়া পল্লীময় প্রস্রাব করিয়া থাকে, সুতরাং মেং লাজ হিন্দু কালেজের হেড গুরু হইয়াছিলেন, ছাত্রেরা ইহার ব্যবহারের উপদেশ পাইতেছেন, ইনি বিনাদোষে যখন মনুষ্যের শরীরে চাবুকের আঘাত করেন তখন তাহারা অস্ত্রাঘাত করিলেও বড় দোষ হইবেনা।